শ্রীগুরু
কথামৃত বিন্দু

৩য় সংখ্যা । ২০২১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

গঙ্গাদাসের কাহিনী

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সঙ্কলন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর লীলাকথা

শ্রীনিবাস আচার্যের পিতা গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য ছিলেন এক সরল ব্রাহ্মণ, থাকতেন কাটোয়াধাম থেকে পাঁচ-ছয়' ক্রোশ (প্রায় ১২ মাইল) দূরে চাকুন্দি গ্রামে, যে কাটোয়াতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। একদিন তিনি মনস্থ করলেন, "যাই, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখে আসি।" পথে তিনি কাটোয়াতে থামলেন মহান সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর দর্শন পেতে (প্রায়ই তাঁর দর্শনে তিনি যেতেন) এবং তাঁর আশীর্বাদ নিতেন যাতে নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন মেলে।

যখন তিনি এলেন সেখানে, দেখলেন এক প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। সেখানে গিয়ে তিনি কেশব ভারতীকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানালেন আর বললেন, "আমি নবদ্বীপে যাচ্ছি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন পেতে।

কেশব ভারতী বললেন, "তুমি জানো না? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখানে এসেছেন সন্ন্যাস নিতে!"

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য ভাবলেন, "এ যেন হাতের মুঠোয় চাঁদ পেলাম! আমি চাঁদকে দেখতে যাচ্ছিলাম, আর চাঁদই এসে হেথায় হলেন হাজির!"

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য তৎক্ষণাৎ গিয়ে মনোহর পদ্মলোচন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন। আঁকর্ণ বিস্তৃত তাঁর পদ্মলোচনদ্বয়। এমনই উন্নত প্রশস্ত তাঁর বক্ষ, আর কটিদেশ এতই ক্ষীণতনু যে, সিংহকেও বুঝি লজ্জা দেয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভাবোল্লাসে কীর্তনে বিভোর হয়ে ছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষ তাঁকে দেখছিল। তিনি চক্রাকারে ঘুরছিলেন। তাঁর সাথে সমস্ত ভক্ত মণ্ডলীও উল্লাসে চিৎকার করছিল, কাঁদছিল, আর অপ্রাকৃত ভাবোন্মাদনায় মত্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হঠাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বসে পড়লেন আর বললেন, "ডাকো পরামাণিককে।" প্রত্যেকেই কাঁদতে শুরু করে দিল। পরামাণিক এসে দণ্ডবৎ জানাল আর দ্বিধা করতে থাকল, "কেমন করে আমি শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর অমন সুন্দর পদ্মফুলের মতো চুলে হাত লাগাই?" কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন, "দ্বিধা করো না। তুমি তোমার কাজ করে যাও।"

তখন সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাথায় হাত লাগাল এবং মস্তক মুণ্ডন করতে লেগে গেল। চারিদিকে ভক্ত মণ্ডলী উন্মাদ হয়ে

উঠল! “ওঃ, না, না, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমন সুন্দর চুল! না, না...” তারা সইতেই পারছিল না। কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কেউ বুক চাপড়াতে লাগল।

তারা তো দেখে সহ্য করতেই পারছিল না তাদের প্রাণধন নিমাই পণ্ডিত মাথা কামাচ্ছেন আর সন্ন্যাসের কঠিন পথে নামতে চলেছেন। তারা তো তাঁকে কোনও কঠিন পথে নামতে দেখতেই চাইছিল না। খুব হৃদয় বিদারক। অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

পরামাণিকের কামানো শেষ হলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান সেরে ফিরে এলেন। এবার তিনি তাঁর গেরুয়া বসন পরে বসলেন। কেশব ভারতী বললেন, “কি করে তোমাকে সন্ন্যাস দিই? তুমি যে হচ্ছ পরম পুরুষোত্তম ভগবান! আমি তো তুচ্ছ একটা জীবমাত্র, পতিত জীবাত্মা”।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, “আপনাকে করতেই হবে।” তখন একটা কৌশল করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, “কেশব ভারতী, আপনি কি বৈষ্ণব সন্ন্যাস মন্ত্রটা জানেন?” এই বলেই তাঁকে কাছে টেনে, তাঁর কানে কানে তা বলে দিলেন। এইভাবে তিনিই প্রথম কেশব ভারতীকে দীক্ষা প্রদান করলেন। তখন কেশব ভারতী সেই মন্ত্রই আবার ফিরিয়ে দিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের কানে ঠিক যেমন করে আমাদের হাতের তালুতে গঙ্গাজল নিয়ে সেটাই আবার গঙ্গার

উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকি। তেমনি করেই যে-মন্ত্র তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে পেলেন, তাই-ই তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে কেশব ভারতী হলেন শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুরই শিষ্য।

তখন কেশব ভারতী বললেন, "আপনার নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য নামটা যেই শুনলেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য," আর অমনি ভাবোল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে পড়লেন। তিনি ঠিক একটা পাগলের মতো হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, পথে পথে ঘুরতে থাকলেন, আর নাম কীর্তন করতে শুরু করে দিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তিনি একেবারে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র নামে মজে গেলেন আর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম জপ থামাতেই পারছিলেন না। তিনি তাঁর গাঁয়ে ফিরে যেতে প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেল, "কী হল গো আমাদের গঙ্গাদাসের? ও তো আর গঙ্গা দাসই নেই। ও যে চৈতন্যদাস হয়ে গেছে!"

আর সেই থেকেই তাঁকে সবাই চৈতন্যদাস বলেই জানত।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরুমুখ পদ্মবাক্য, পৃষ্ঠা-১০

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

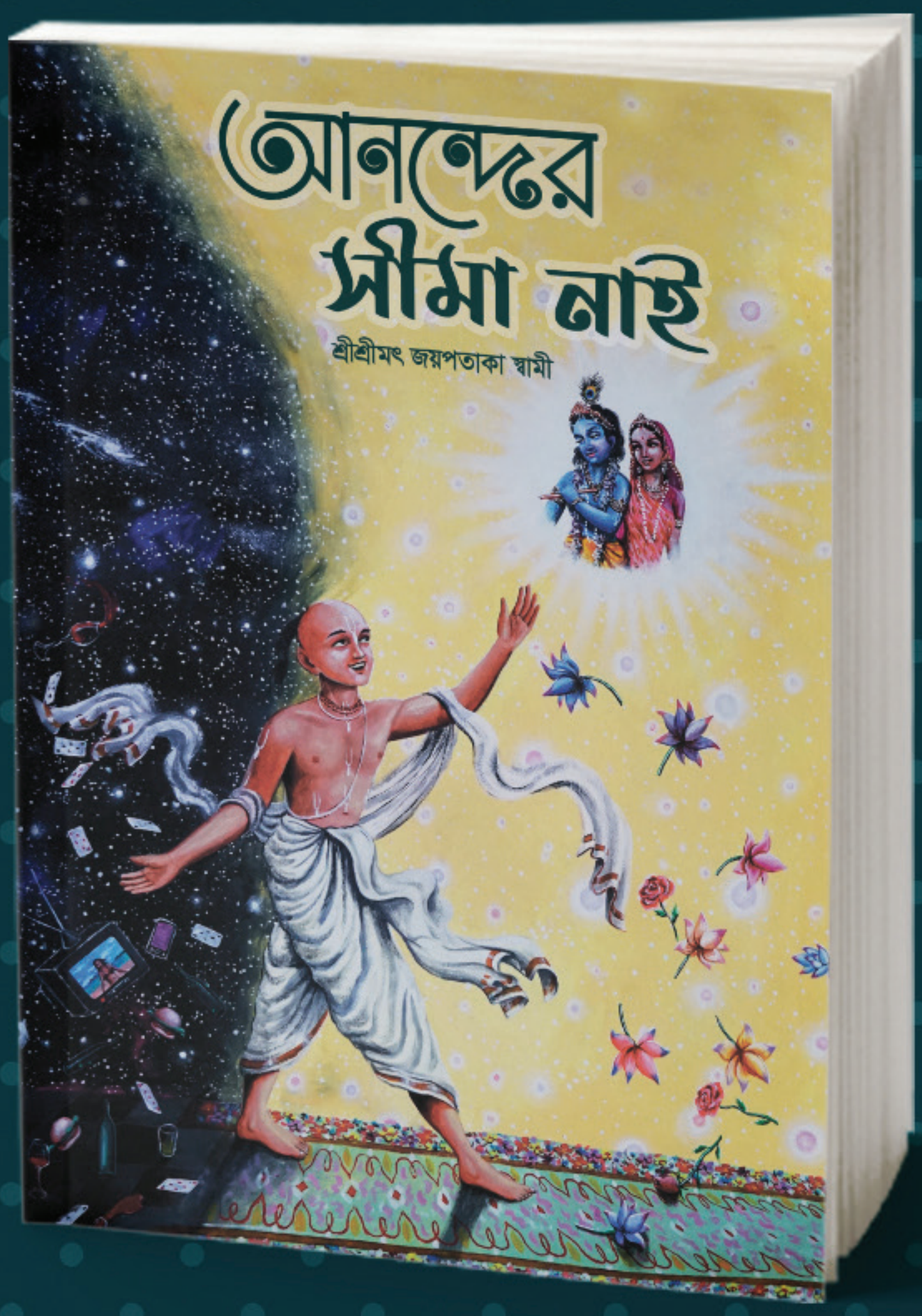

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553